কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ব্রিফিং নোট

১৪

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা।এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়।দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ১১৯টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

দেশের জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশই তরুণ। এসডিজি গৃহীত হওয়ার পর থেকেই এর বাস্তবায়নে তরুণদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হচ্ছে।ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ (ভিএনআর) এবং এসডিজি'র জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় তরুণদের বড় ভূমিকা থাকবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করা হলেও তাদের মতামত ও পরামর্শ সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বাস্তবতা হল, জাতীয় ও বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে যুব সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা বিদ্যমান এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এরই প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়নে তরুণদের ভূমিকা, তাদের অভিজ্ঞতা ও করণীয় নিয়ে আলোচনার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশে এবং একশনএইড বাংলাদেশের যৌথ আয়জনে গত ২৩ মে ২০২১ তারিখে 'এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা: স্থানীয় প্রেক্ষিত ও যুব সমাজ' শীর্ষক ভার্চুয়াল সংলাপ আয়োজন করা হয়। সংলাপটির সঞ্চালনায় ছিলেন অভ্র ভট্টাচার্য, যুগ্ম-পরিচালক, সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগ, সিপিডি।

এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা
স্থানীয় প্রেক্ষিত ও যুব সমাজ

সূচনা বক্তব্য

একশনএইড বাংলাদেশের প্রধান, ফারাহ কবির সূচনা বক্তব্যে বলেন, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে রেখে আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার সাথে রয়েছে যুবদের ভূমিকার নিকট সম্পর্ক।এ প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা চললেও এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি সর্বস্তরে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রচলনের ওপর জোর দেন।একই সাথে জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় সবার সম-অংশগ্রহণ এবং তথ্যের অভিগম্যতার বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি বলেন, এ নিয়ে বাংলাদেশ দুবার ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ প্রস্তুত করেছে। এই রিভিউ দুটি কিছুটা অংশগ্রহণমূলক হলেও সেখানে চলমান মহামারির কারণে প্রান্তিক অঞ্চলের যুবদের খুব একটা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে করেন।

ফারাহ কবির বলেন, ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জনমিতির সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) পাবে, এ কথা সবাই এখন জানেন। অর্থাৎ ওই সময় পর্যন্ত তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থাকবে।সে জন্য যুবদের কথা শোনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরা এবং যুবদের অংশগ্রহণের বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সিপিডির উপস্থাপনা

অনুষ্ঠানে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডি'র গবেষক নাজিবা মো. আলতাফ। তিনি বলেন, শুরু থেকেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে তরুণদের

ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।বস্তুত, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের এক-তৃতীয়াংশই সরাসরি তরুণদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।এমনকি যেসব অভীষ্টে সরাসরি তরুণদের কথা নেই, তরুণদের জীবনে সেগুলোরও যথেষ্ট প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তরুণদের সঙ্গে সময়ে সময়ে আলোচনা করা হলেও তাদেরকে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত করা হয়নি। যেসব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত কর্মক্ষেত্রে তরুণদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি। সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যুবদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে। তবে তরুণদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে আরও জোর দেওয়া দরকার।

এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিয়ে একশনএইড বাংলাদেশ যে ভলান্টারি লোকাল রিভিউ করেছে তার থেকে আমরা জানতে পারি:

এসডিজি ৩: মাতৃ, শিশু ও নবজাতকের মৃত্যু নিয়ে সচেতনতা তৈরি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।৭৭ শতাংশ যুব পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতন, অন্যদিকে ৬০ শতাংশ যুব যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে অবগত।এসব বিষয়ে আরো সক্রিয় উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে, যদিও দেখা যায় যে তরুণদের চেয়ে তরুণীদের সচেতনতা এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি।

এসডিজি ৪: মাত্র ১১.৬১ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ আছে। শারীরিকভাবে অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা কাঠামো আছে ২১.৮২ শতাংশ বিদ্যালয়ে।মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৭.৭৬ শতাংশ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ আছে।শারীরিকভাবে অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক কাঠামো আছে ৩০.৩২ শতাংশ বিদ্যালয়ে।

এসডিজি ৮: ভলান্টারি লোকাল রিভিউএ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৫.৭৩ শতাংশ বলেছে, তাদের পরিবারে পরিবারের তরুণ সদস্যদের মধ্যে অন্তত একজন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থান কোনোক্ষেত্রেই যুক্ত নেই।

এসডিজি ১৬: অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪১.৭৫ শতাংশ বলেছে, পরিবার ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক। তবে মাত্র ৪৬.৩৯ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

মূল প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়, তরুণদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে শুধু কর্মভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যুবদের প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও যুবদের অধিকার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত। পরোক্ষভাবে পরামর্শ গ্রহণ নয়, যুবদের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করতে হবে।এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও বেগমান করতে হলে যুব-কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার মাধ্যমে যুবারা এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

একশনএইড বাংলাদেশের সমীক্ষা

একশনএইড বাংলাদেশের নাজমুল আহসান তাদের পরিচালিত সমীক্ষার বিষয়ে বলেন, এই সমীক্ষার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, তরুণদের কীভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের কেন্দ্রে নিয়ে আসা যায়; দ্বিতীয়ত, সেই সমীক্ষার ফলাফল কীভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষকদের একটি দল গঠন করা হয়েছে, যাতে তারা তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি'র ধারণা পৌঁছে দিতে পারেন।যে চারটি জেলায় এই সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে, সেখানকার স্থানীয় তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তারা যেন কাজ করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।এসডিজি'র ধারণাকে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া এবং তা যেন তরুণদের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হয়, একশনএইড সেটাই করতে সচেষ্ট হয়েছেন।তরুণরাই এসব তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিসয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এসডিজি বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং সেগুলো কীভাবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায়, সে বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে।স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।তারা এখন সবার সাথে আলোচনা করছেন, এসডিজি বাস্তবায়নে কী করতে হবে, কোথায় ঘাটতি আছে এসব বিষয়ে। এতে কাজের পরিবেশের উন্নতি হয়েছে।

সরকারের ভিশন ২০৪১-এ যুবদের অংশগ্রহণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের ভিশন ২০৪১-এ যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আজহারুল ইসলাম খান বলেন, সরকারের ভিশন ২০৪১ ও অন্য সব ধরনের পরিকল্পনায় যুবদের কাজে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত ২২ লাখের বেশি যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুবদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তিনি জানান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬ লাখ যুবদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।এ ছাড়া ৩৭টি জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। আরও ২৭টি জেলায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

দেশে প্রশিক্ষিত গাড়ি চালকদের সংখ্যা অপ্রতুল।এই পরিস্থিতিতে অধিদপ্তর বেকার তরুণদের প্রশিক্ষিত গাড়ি চালক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানান আজহারুল ইসলাম খান।এ কর্মসূচীর আওতায় ৪০ হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যুবদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে অধিদপ্তরের হাতে এখন ১০টি প্রকল্প আছে। এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগ।সে লক্ষ্যেও বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

মহামারির সময়ে ই-লার্নিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনলাইনে নিয়ে আসার কাজ চলছে। বেশ কিছু সফটওয়্যার ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে।এর মাধ্যমে তরুণেরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবা নিতে পারবে। এমনকি ঋণ কার্যক্রমও অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে।

যুবদের অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের প্রভাব

সংলাপে অংশগ্রহণকারী একাধিক বক্তা যুব প্রশিক্ষণের ভিন্ন আরেকটি দিকে আলোকপাত করেন। নাজমুল আহসান বলেন, প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমরা এখনো ফলাফল নিয়ে পড়ে আছি। কতজনকে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি, সেই হিসাব করছি। কিন্তু তারপর প্রভাবটা কী পড়ল, সেটা মূল্যায়ন কাজ করতে হবে। তার মত, লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের কাজ করতে হবে।একটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন।বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)-এর প্রেসিডেন্ট এজাজ আহমেদ বলেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান কী, নিয়োগকর্তারা কী চায়, এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের ফারাক আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে ডিগ্রি দেওয়া, চাকরি দেওয়া তার লক্ষ্য নয়। মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এল, সেটাই মূল কথা।একটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে হবে।

ড. রমিজ উদ্দিন, হেড অফ এক্সপেরিমেন্টেশন, অ্যাকসেলারেটর ল্যাব, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি), বলেন, যুবদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া কেমন হবে, তাদের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সে কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মাহমুদ হাসান, প্রজেক্ট অফিসার, গভর্নেস ক্লাস্টার, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) বলেন, মূল বিষয়টি হলো ইমপ্যাক্ট বা প্রভাব মূল্যায়ন করা।লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে কি না, সেটাই বড় কথা। এ জন্য সরকারের একটি প্রক্রিয়া আছে। গত বছর সরকারের একটি অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত হয়েছে। যুব নীতি বাস্তবায়নে সরকারের একটি কমিটি হওয়ার কথা। কিন্তু সরকার সেই কমিটি গঠন করেছে কি না, আমরা তা জানি না। সেখানে তরুণদের অংশগ্রহণ আছে কি না, সেটাও দেখার বিষয়। তবে সরকারের যুব নীতি, নির্বাচনী ইশতেহারসহ বেশ কয়েকটি নথিতে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য-কল্যাণ। তবে নাগরিক সংলাপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের অংশগ্রহণ আছে কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইউএনডিপি আগামী পাঁচ বছরের জন্য কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করছে বলে জানান মাহমুদ হাসান। এই প্রক্রিয়ায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের যুবদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উঠে এসেছে। তা হলো, তরুণেরা বলেছেন, ‘আপনারাসহ অনেকেই আমাদের ডাকেন, কিন্তু আমাদের মতামত প্রকৃত অর্থে

প্রতিফলিত হয় কি না, তা আমরা জানি না'। সে জন্য তরুণেরা দাবি করেছেন, তারা যে মতামত দিচ্ছেন তার প্রতিফলন নীতি প্রণয়নে ঘটছে কি না, তার মনিটরিং করা প্রয়োজন। একটি যথার্থ প্রক্রিয়ার দাবি তুলেছেন তারা, যার মাধ্যমে তাদের মতামত নিয়ে কী করা হলো, সেটা তাদের জানানো সম্ভব হয়।

যুবদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে অমিয় প্রাপন চক্রবর্ত্তী (অর্ক), সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক, ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিওয়াইডিএফ) বলেন, এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে কত জন সংশ্লিষ্ট পেশায় যেতে পারছে, তার কোনো তথ্য নেই।সবচেয়ে বড় সংকট হলো, আমাদের হালনাগাদ তথ্য ভান্ডার নেই। বিভিন্ন কিছু করার কথা আমরা বলছি, কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলো খুব একটা কার্যকর হয় না। জাতীয় পর্যায়ে আমরা ন্যাশনাল ইয়ুথ কাউন্সিল করতে পারলে সম্মিলিতভাবে যুবদের কণ্ঠস্বর তুলে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। এতে তাদের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা যাবে। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় চলে যাচ্ছে। অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে অমিয় প্রাপন চক্রবর্ত্তী বলেন, এই ধরনের কর্মসূচিতে যাদের কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে, তারা কিছুটা হলেও সুবিধাপ্রাপ্ত।অথবা বলা যায়, তারা প্রচলিত কাঠামোরই অংশ। তার প্রশ্ন, আমরা কি সত্যিকার অর্থেই প্রান্তিক যুবদের কাছে যেতে পারছি?

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক রাশেদুল ইসলাম বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক যুবদের নিয়ে সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরেছেন। কথা হচ্ছে, অনেক ধরনের কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেসবের কী ধরণের প্রভাব পড়ছে, সেটা মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে অনেকে অনলাইন প্রশিক্ষণের কথা বললেন, তার কী প্রভাব যুব সমাজের ওপর পড়ছে বা সেগুলো কী পরিবর্তন নিয়ে আসছে, তা জানা নেই। তিনি মনে করেন, এনজিও সরকারের সহায়ক শক্তি। এটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সরকার বেশ দুর্বল। কাজ হলেও রিপোর্ট হয় না। আবার অনেক সময় কাজের চেয়ে রিপোর্টিং বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জবাবদিহি

বক্তাদের অভিমত, পরিবর্তন শুরু করতে হবে শীর্ষ পর্যায় থেকে; জবাবদিহি নিচ থেকে শুরু হতে পারে না।সেটা করা গেলে যুবদের শক্তি কাজে লাগানো যাবে।বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)-এর প্রেসিডেন্ট এজাজ আহমেদ বলেন, ২০০৯ সাল থেকে আমরা যুবদের নিয়ে কাজ করছি।অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, আমাদের কাজের সুযোগ আছে, কিন্তু জবাবদিহি কম। বিষয়টি হলো, আমরা প্রতি বছর কী অর্জন করতে চাই, আমাদের কী লক্ষ্যমাত্রা আছে, আর সেটা অর্জন করতে না পারলে আমাদের কী হবে, সে বিষয়ে নিয়ে ধারণা থাকা দরকার। কেপিআই (কি পারফরমেন্স ইনডিকেটর) থাকা দরকার। অর্থাৎ মাসে মাসে আমরা কেপিআই অর্জন করতে না পারলে কী সমস্যা হবে, সেটা বুঝতে হবে। ফল ভোগ করার বিষয় না থাকলে জবাবদিহির মানে হয় না। সে জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। আবার তারা যদি সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তরুণদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রশ্ন করার জন্য তার শাস্তি হবে না, এটা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে তরুণদের শক্তি কাজে আসবে। প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্মীরা কর্তাকে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারবে, এই ব্যাপারটা যদি সংস্কৃতির মধ্যে না আসে, তাহলে লাভ হবে না।

স্থানীয়করণ

এসডিজির স্থানীয়করণ করা না গেলে মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, প্রকৃত অর্থে এটা কী। মানুষের জীবনে এর প্রভাব কী। স্থানীয়করণ প্রসঙ্গে নাজমুল আহসান বলেন, এই প্রক্রিয়ায় আমরা দূরবর্তী বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা তৃণমূলে যেতে পারিনি। জেলা পর্যায় পর্যন্তও যাওয়া সম্ভব হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। অথচ অনেক দেশ অনেক ভেতর পর্যন্ত যেতে পেরেছে। স্থানীয়করণের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, কুড়িগ্রামের উলিপুর ও চিলমারীর বাস্তবতা এক নয়। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, নদী ভাঙন এসব ক্ষেত্রে বহুমাত্রিকতা ও বিভিন্নতা রয়েছে। যে চারটি জেলা নিয়ে কাজ করা হয়েছে, সেখান থেকে ভালো অনেক কিছুই উঠে এসেছে। তবে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে অনেকক্ষেত্রে। তৃণমূল পর্যায়ে আমরা যেতে পারছি কি না, তা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের যুব সংগঠনগুলোকে যুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। সরকার ইতিমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে

এসডিজি বাস্তবায়ন মনিটরিং করার লক্ষ্যে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে এই যুব সংগঠনগুলো বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তারা নিজেদের কথা বলতে পারে। একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে ওয়ার্ড সভা করা গেলে তা অধিকতর কার্যকর হবে।

মাদারীপুর থেকে শহিদ বলেন, স্থানীয় পর্যায় থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে আনার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যত্যয় আছে। যারা স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করেন, তাদের সেভাবে চিন্তা করা উচিত। এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে। সুশাসন নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, এসব কাজে কীভাবে যুবদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এনজিওদের পাশাপাশি দেশে হাজার-হাজার ক্লাব আছে, যেগুলো মূলত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায়। এই ক্লাবগুলো যুবকদের নিয়েই গঠিত। এই ক্লাবগুলোর মাধ্যমে যুবদের কীভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা যায়, সেই চিন্তা করা দরকার।

স্থানীয় পর্যায়ে যুবদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে বলে জানান বাগেরহাটের মুশফিকুল। এ নিয়ে একশনএইড প্রকল্পে কাজ করছি আমরা। তাদের এই অংশগ্রহণ টেকসই করতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আগ্রহ প্রয়োজন। তরুণেরা কাজের স্বীকৃতি না পেলে এই প্রক্রিয়া বেশি দূর যাবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তীতে সরকার সহায়তা না করলে তার ধারাবাহিকতা থাকবে না।

নীতি বিশ্লেষণ

রমিজ উদ্দিন বলেন, যুবদের নিয়ে দেশে যত নীতি আছে, সে বিষয়ে তারা অবগত নয়। তাদের নীতির মধ্যে নিয়ে আসতে হলে স্থানীয় পর্যায়ে এই উদ্যোগ দরকার। একশনএইড এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যত কর্মসূচি নিয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আমরা সহায়তা করতে পারি। নীতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, সে জন্য মাহমুদ হাসান মনে করেন, এখন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এসডিজির অভীষ্টের অর্ধেকের বেশি যুবদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। সে জন্য ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানে যুবরা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে।

যুবরা জানেন না, এসডিজি কী

২০১৮ সালের শেষ দিকে থেকে ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ২৪টি জেলায় যুবদের নিয়ে এসডিজি বিষয়ক সম্মেলন করেছে। অমিয় চক্রবর্তী বলেন, আমাদের তথ্যানুসারে, ৮৮ শতাংশ তরুণই জানেন না, এসডিজি কী জিনিস। ফলে এই দুই বছরের মধ্যে এমন পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়নি যে আমাদের তরুণেরা সবাই এসডিজি সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছে। বড় একটি জনগোষ্ঠী এসডিজি বাস্তবায়নের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে তাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার।

প্রণোদনা ও বাজেট

অন্যদিকে করোনা মহামারিতে অনেক তরুণ কাজ হারিয়েছেন। অনেকের আয় কমেছে। সরকার প্রণোদনা দিয়েছে, কিন্তু দেখা গেল, তরুণদের কিছু দেওয়া হলো না। অমিয় চক্রবর্তী বলেন, যুব মন্ত্রণালয় বাজেটের যে অংশ পায় তা অত্যন্ত কম। আবার তা বাস্তবায়নের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি সাভারে অবস্থিত শেখ হাসিনা যুব ইনস্টিটিউটের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বলেন, এই ইনস্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। আইন করে তা করা হয়েছে। তিনি সেখানকার নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য, এই তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, গত তিন (৩) বছরে সেখানে মাত্র দুটি (২) পর্ষদ সভা হয়েছে। যুব প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে থাকলেও তিনি জানেন না, ইনস্টিটিউটের কাজ কীভাবে হয়। সেখানকার প্রশিক্ষণ মডিউল অনেক পুরোনো। এমনকি এসডিজির বিষয়গুলোও সেখানে নেই। তার মত, ভালো প্রতিষ্ঠান ও আইন থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সদিচ্ছা বা প্রশাসনিক ঐকান্তিকতার অভাবে ভালো কিছু হচ্ছে না।

প্রতিনিধিত্ব

যুবদের কীভাবে আরও বেশি যুক্ত করা যায়, সে নিয়ে বেশি কিছু প্রস্তাব এসেছে। কাজ হচ্ছে, কিন্তু কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে না, সে জন্য কেপিআই দরকার; তা না হলে আমরা বুঝব কী করে, কাজ বাস্তবে কতটা হচ্ছে? ফারাহ কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড বাংলাদেশ, এসব জানিয়ে বলেন, যুব নারীদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। আজকের অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ তেমন ছিল না। অথচ কন্যা শিশুদের বিষয়গুলো আমরা সামনে না আনলে এসডিজি বাস্তবায়ন কখনোই সফল হবে না। ক্ষমতায়নের অনেক ব্যাখ্যা আছে, সেই প্রসঙ্গে বিস্তারিত না গিয়ে ফারাহ কবির বলেন, সব জনগোষ্ঠীর নিজস্ব চিন্তা বা শক্তি আছে। সেটা কাজে লাগাতে হবে। এ ছাড়া এখানে আজ যারা অংশগ্রহণ করলেন, তারা ফিরে গিয়ে কী করবেন, সেটাও ভাবতে হবে।

এসডিজি প্রণয়নের সময় আজকের এই মহামারি ছিল না। গত ১৬ মাসে যুবরা যেভাবে এবং যে মাত্রায় বঞ্চিত হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুতর। তারা যেমন কাজ ও আয় হারিয়েছেন, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। গ্রাম, শহর নির্বিশেষে নানা ধরনের সমস্যা হয়েছে। সে জন্য অতিমারীর অভিঘাতকে বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শামীম আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ইয়ুথ এনগেজমেন্ট ফর সাস্টেনিবিলিটি (ইয়েস), বাংলাদেশ বলেন, প্রান্তিক মানুষের কাছে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে। তবে যুব ও বিশেষ করে নারীরা এই সেবা কার্যক্রম থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন থেকে যাচ্ছে। তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না। হাওর অঞ্চলের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য। কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে যে নারী উদ্যোক্তারা ছিলেন, তাদের অনেককেই পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে সরকারের মনিটরিংয়ের অভাবে আছে।ইউনিয়ন পরিষদে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। অন্যদিকে শুরুর দিকে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের যত উৎসাহ ছিল, পরবর্তীকালে তা আর থাকেনি। কথা হচ্ছে, যুবাদের এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা গেলে আমরা দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। ইয়েস বাংলাদেশ মূলত সারা দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রতিবেদনও তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এসডিজি বাস্তবায়নে তারা ৬৪টি জেলার তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছেন বলে জানান শামিম আহমেদ। তবে তরুণদের বড় একটি অংশ এসডিজি সম্পর্কে অবহিত নন। তার পরামর্শ, তৃণমূলে এসডিজি বাস্তবায়নে যেসব সংগঠন কাজ করছে, তাদের একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। এমনকি জাতীয় পর্যায়েও তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া উচিত। নীতি নির্ধারকদের কাছে তার অনুরোধ, তরুণদের কথা যেন শোনা হয়। দেশের বড় একটি অংশ তরুণ। ফলে তাদের আরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শামিম আহমেদ বলেন, তরুণ বলে অনেকেই তাদের সেভাবে আস্থায় নিতে পারেন না।

স্বপন কুমার গুহ বলেন, তৃণমূলের যুবদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। তাদের মতামত জাতীয় পর্যায়ের কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের প্রতিষ্ঠানকে যুবকেন্দ্রিক করার প্রচেষ্টা নিচ্ছেন বলে জানান তিনি। তার পরামর্শ, যুবদের কাজে লাগাতে সৃজনশীলতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যুবরা দেশের জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ হলেও তারা উদ্যোক্তা হিসেবে তেমন একটা এগিয়ে আসছে না। সে জন্য তার মত, শিক্ষার পাশাপাশি তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন কমিটি আছে।সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হচ্ছে।সেখানে যুবদের অংশগ্রহণ দরকার।

সরকার-এনজিও সম্পর্ক

সরকার ও এনজিওর মধ্যে দেশে দূরত্ব আছে। রাশেদুল ইসলাম বলেন, তার লক্ষ্য ছিল এই দূরত্ব ঘোচানো। ভাসানচরের উদাহরণ দেন তিনি। বলেন, রোহিঙ্গাদের সেখানে স্থানান্তরিত করতে সরকার ও এনজিও অসাধারণ কাজ করেছে। সরকার-এনজিও-সিএসও একত্রে কাজ করলে দেশে অসম্ভব বলে কিছু থাকবে না বলে তার মত। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হতে চাই।সে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সমন্বয়ের বিকল্প নেই।

সমাপনী বক্তব্য

অনুষ্ঠানের সার সংক্ষেপ করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্ম'র আহ্বায়ক ও সিপিডি'র বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, যুবক ব্যাপারটা বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন। সরকার নিজেই একমত হতে পারছে না, যুবক কারা। কেউ বলে ৩০ বছর, কেউ বলে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত। নিঃসন্দেহে যুব-স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ সম্পৃক্ত। দুটি ভাগে আলোচনা করা দরকার: এক, এসডিজি ও যুব সমাজ নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং দুই, যুবদের জীবনে অতিমারীর অভিঘাত। এসডিজির ১২২টি লক্ষ্যের মধ্যে আটটিতে সরাসরি যুবদের কথা বলা হয়েছে। আরও অনেক লক্ষ্যে বয়স ভিত্তিক গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে তাদের ওপর অন্যায়-অবিচারের প্রসঙ্গ আছে, আরেকদিকে তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ আছে।

অনুষ্ঠানে অনেকে বলেছেন, যুবদের অনেকেই এসডিজি বোঝে না।দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, এসডিজি'র বৈশ্বিক অভীষ্ট বা লক্ষ্যমাত্রা তাদের বোঝার প্রয়োজন নেই। তারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে পারলেই হবে। সেটা কোনো না কোনো অভীষ্টের মধ্যে পড়বে। আক্ষরিকভাবে এসডিজি বোঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না তিনি, বরং, তাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা বেশি জরুরি।

যুবদের প্রশিক্ষণ কতটা কাজে আসছে, তা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রশিক্ষণের প্রভাব মূল্যায়নের কথা বলেছেন অনেকে। এ প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এত দিন আমরা সাপ্লাই সাইড নিয়ে কথা বলেছি, সময় এসেছে, এখন ডিমান্ড সাইড নিয়ে কথা বলার। যাদের জন্য প্রশিক্ষণ, তারা কী চায়, সেটা বুঝতে হবে। এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে জবাবদিহি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুপস্থিত। তবে অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা দুর্বল'। যুবদের কণ্ঠস্বর না থাকায় সরকার যে সহায়তা দিচ্ছে, উপকরণ সাহায্য দিচ্ছে, তার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। সে জন্য আগামী দিনে তিনটি বিষয়ে জোর দিতে হবে বলে তার অভিমত। সেগুলো হলো, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও কণ্ঠস্বর।

স্থানীয় বাস্তবতা বুঝতে তথ্য-উপাত্ত দরকার। বিভাজিত তথ্য-উপাত্তের অভাব আমাদের কণ্ঠস্বর কার্যকর হতে দেয় না বলে মনে করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। ২০১৫ সালের পর দেশে খানা জরিপ হয়নি এবং ২০১৬ সালের পর শ্রম জরিপ হয়নি। সরকার এই তথ্য দিতে না পারলে আমাদের দেখতে হবে, কীভাবে স্থানীয় পর্যায় থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এ ছাড়া সরকারের কাঠামোর সঙ্গে যুব সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর যুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, সাংসদদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুক্ত করা গেলেও ইউপি বা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের এখনো যুক্ত করা যায়নি। দাবি-দাওয়া সব ইউএনও-ডিসিদের কাছে। অর্থাৎ আমরা এখনও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হবে আমরা উপেক্ষা করতে পারব না। সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে; সবার কণ্ঠস্বর তুলে আনতে হবে; বিভাজিত তথ্যের প্রয়োজন হবে। স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে হবে।এগুলিই এসডিজি বাস্তবায়নের নতুন হাতিয়ার।

বাংলাদেশে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীরা বর্তমানে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।অর্থাৎ যুবদের সংখ্যা ৫-৬ কোটি।এদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বেকারত্ব দ্বিগুণ হয়েছে। শিক্ষিত যুব সমাজ আরও বেশি বেকার হয়েছে। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী যদি বাংলাদেশে প্রতি চারজনে একজন যুবক বেকার থাকত, তাহলে বর্তমানে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন বেকার। বাংলাদেশ একটা অদ্ভুত দেশ বলে মনে করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এ দেশে পড়াশোনা করে যে, তত বেকার থাকে সে। তিনি বলেন, বেশ কিছু জরিপ করা হয়েছে। সেখানে দেখেছি, বাংলাদেশে ন্যূনতম ১০-১৫ শতাংশ মানুষ আবার নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। অন্য হিসাবে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ কাজ হারানোর ঝুঁকিতে আছেন। এর ভেতরে যুব সমাজের অংশ কত, সেটা অনুমান করা গেলেও সঠিক হিসাব আমরা দিতে পারব না। তবে সাধারণভাবে বললে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশিও হতে পারে। বেশি হবে এ জন্য, যারা নতুন করে কর্মক্ষেত্রে ঢুকছে, তারা গত দুই বছরে তেমন সুযোগ পায়নি। ফলে করোনাকালীন মোট বেকারত্বের মধ্যে যুবকদের অনুপাত আরও বেড়েছে। সাম্প্রতিককালে শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ অনেকাংশে কমেছে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, এবারের বাজেটে যুব ভাতা প্রচলনের সময় এসেছে। একটি অভিন্ন ও অখণ্ড সর্বজনীন নাগরিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে আমরা যেভাবে বিভিন্ন দুস্থ মানুষের নিরাপত্তা ভাতা দিয়ে থাকি, যেভাবে শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত

মানুষদের দিয়ে থাকি, প্রবীণদের দিয়ে থাকি, যুব সমাজকে তার অধীনে নিয়ে আসার সময় হয়েছে। প্রতীকী অর্থে হলেও যুব সমাজকে বেকার ভাতার আওতায় আনা উচিত। তাহলে বোঝা যাবে, সরকার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছে। সরকারের নীতি নির্ধারণের মধ্যেও এই শিক্ষিত যুব সমাজকে বিবেচনায় আনার জন্য এই যুব ভাতার প্রচলন এবং তাদের নিবন্ধনের চেষ্টা রাখতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিটি যুবক যদি নিবন্ধন অ্যাপসে নিজেকে যুক্ত করতে পারে - আমি কাজ খুঁজছি এই আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, এই আমার চাহিদা - তাহলে বাজারেও এর ভালো প্রভাব পড়বে। সিটিজেন প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এটুআই সহ অন্যদের সঙ্গে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে আমাদের নীতি প্রণয়নের মধ্যে বিষয়টিকে নিয়ে আসা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। যার প্রয়োজন, সে ই নিবন্ধনের আওতায় আসব।

বাংলাদেশের যুব সমাজ সংখ্যায় বেড়েছে, কিন্তু গুণগতভাবে তার কণ্ঠস্বর শক্তিশালী হয়নি। এই কণ্ঠস্বর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, আশ্রয় দিতে হবে, অবলম্বন দিতে হবে। আমরা সবাই মিলে সেই চেষ্টাই আগামী দিনে করব বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

সবশেষে অভ্র ভট্টাচার্য, যুগ্ম পরিচালক, ডায়লগ ও আউটরীচ, সিপিডি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং যুব সমাজের কণ্ঠস্বর তুলে আনার প্রক্রিয়ার সাথে সবাইকে যুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Platform Briefing Notes

Briefing Note 01	:	**Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in COVID-19 Response Activities.** (June 2020)
Briefing Note 02	:	**Post- 'General Holidays' Health Risks.** (June 2020)
Briefing Note 03	:	**New Challenges for SDGs and Budget 2020-21.** (October 2020)
Briefing Note 04	:	**Experiences from the Current Situation at the Grassroots Level.** (October 2020)
Briefing Note 05	:	**Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives.** (October 2020)
Briefing Note 06	:	**Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.** (February 2021)
ব্রিফিং নোট ৬	:	**ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যকারিতা** (জুন ২০২১)
Briefing Note 07	:	**Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementation.** (March 2021)
ব্রিফিং নোট ০৮	:	**কোভিড ১০ টিকা: বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে?** (জানুয়ারি ২০২১)
Briefing Note 09	:	**Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses?** (February 2021)
Briefing Note 10	:	**Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money Coming?** (February 2021)
ব্রিফিং নোট ১১	:	**কালো টাকা সাদা হচ্ছে: অর্থনীতির লাভ, না ক্ষতি?** (মে ২০২১)
ব্রিফিং নোট ১২	:	**অবশেষে স্কুল খুলছে: আমরা কতখানি প্রস্তুত** (এপ্রিল ২০২১)
ব্রিফিং নোট ১৩	:	**জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী থাকছে?** (মে ২০২১)

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

প্রারম্ভিক বক্তব্য

ফারাহ কবির
কান্ট্রি ডিরেক্টর
একশনএইড বাংলাদেশ

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন

নাজীবা মোহাম্মদ আলতাফ
প্রোগ্রাম এসোসিয়েট
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সম্মানিত অতিথি

মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আলোচকবৃন্দ

ড. রমিজ উদ্দিন
হেড অফ এক্সপেরিমেন্টেশন
অ্যাকসেলারেটর ল্যাব
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ

মাহমুদ হাসান
প্রজেক্ট অফিসার, গভর্নেন্স ক্লাস্টার
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ

ইজাজ আহমেদ
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার

নাজমুল আহসান
ম্যানেজার
একশনএইড বাংলাদেশ

অমিয় প্রাপন চক্রবর্তী (অর্ক)
সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী পরিচালক
ধ্রুবতারা ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিওয়াইডিএফ)

শামীম আহমেদ
ইয়েস বাংলাদেশ

সমাপনী বক্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সঞ্চালক

অভ্র ভট্টাচার্য
যুগ্ম পরিচালক, সংলাপ এবং প্রচার
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: **প্রতীক বর্ধন**
সিরিজ সম্পাদনায়: **অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান**
সহযোগী সম্পাদক: **অভ্র ভট্টাচার্য**

সহ-আয়োজক
actionaid

সহযোগী প্রতিষ্ঠান
actionaid | Centre for Policy Dialogue | educo | Friedrich Ebert Stiftung | Manusher Jonno Foundation | Transparency International Bangladesh — Social movement against corruption | WaterAid | UNDP

www.bdplatform4sdgs.net | BDPlatform4SDGs | BDPlatform4SDGs

জুলাই ২০২১

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net